# ‘...gš¿x মহোদয় আমাকে জবাবে বলেন, শহীদ চেয়ারম্যান তো এমপি নিজামের নাম বলে নাই শুধু gwi“d নিজামের নাম বলেছে...’

চৌধুরী ফরমান রেজা লিটন
জামালউদ্দিনের বড় ছেলে

**এ কে আজাদ** *চট্টগ্রাম থেকে*

চট্টগ্রামের ধনাঢ্য ব্যবসায়ী জামালউদ্দিন চৌধুরী অপহরণ ও খুনের ঘটনাটি m¤ú‡K BwZc‡e কখনো চট্টগ্রামের বিএনপির কোনো নেতা, এমপি ও gš¿x মুখ না খুললেও নীরবে সবাই এ জঘন্য হত্যাকান্ডের সুষ্ঠু Z`š¿ ও বিচার চেয়েছে। কিন্তু এ হত্যাকান্ডের সঙ্গে জড়িত বেশ কিছু গ্রেপ্তারকৃত আসামির মুখ থেকে gj পরিকল্পনাকারী ও নির্দেশদাতা হিসেবে বিএনপির দলীয় সাংসদ সরওয়ার জামাল নিজাম ও তার ভাই gwi“d নিজামের নাম বেরিয়ে আসায় বিএনপির হাইকমান্ডকে বিষয়টি ভাবিয়ে তোলে। আর তখন থেকেই স্থানীয় বিএনপি নেতৃত্ব এমনকি স্বরাষ্ট্র cwZgš¿x বিষয়টি নীরবে আড়াল করার চেষ্টা চালিয়ে আসছেন। কিন্তু গ্রেপ্তারকৃত আসামিদের মুখ থেকে হত্যাকারীদের নাম বেরিয়ে আসার পর থেকে সাংবাদিক সম্মেলন, মানববন্ধন করে অভিযুক্ত সাংসদগণ ও তার ভাইয়ের গ্রেপ্তার এবং বিচার দাবি করে আসছেন। সর্বশেষ গত ১০ মার্চ জামালউদ্দিনের কঙ্কাল RvbvRvce সমাবেশে একাধিক gš¿x, হুইপ ও সাংসদদের উপস্থিতিতে জামালউদ্দিনের বড় ছেলে চৌধুরী ফরমান রেজা লিটন তার পিতার হত্যাকারী হিসেবে সাংসদ সরওয়ার নিজাম ও তার ভাই gwi“d নিজামের ফাঁসির দাবি জানালে বিষয়টি জানাজায় `vi“Yfv‡e নাড়া দেয়। পরের দিন স্থানীয় বিএনপি নেতৃবৃন্দ পত্রিকা অফিসে পাঠানো এক বিবৃতির মাধ্যমে জামালউদ্দিন হত্যাকান্ড m¤ú‡K সরকার ও বিএনপির দলীয় অবস্থান জানিয়ে দেন। এ বিবৃতিতে জামালউদ্দিনের ছেলে লিটনের বক্তব্যের প্রতিবাদ ও এমপি নিজামের পক্ষে সাফাই গাইলেন চট্টগ্রাম নগর বিএনপির আহ্বায়ক ও জাতীয় সংসদের হুইপ ওয়াহিদুল আলম, সাবেক ewYR¨gš¿x আমির Lmi“ মাহমুদ চৌধুরী ও কেন্দ্রীয় বিএনপির শিল্পবিষয়ক m¤úwK`K সাবেক সাংসদ গিয়াস উদ্দিন কাদের চৌধুরী। এ বিবৃতিটি চট্টগ্রামের সচেতন মহলকে `vi“Yfv‡e ভাবিয়ে তুলেছে। অভিজ্ঞ মহলের মতে, এমন একটি জঘন্যতম হত্যাকান্ডে জড়িতদের পক্ষে প্রকাশ্যে এভাবে বিবৃতি দেওয়ার বিষয়টি জনগণের মাঝে রসহ্যাবৃত।

অবশ্য এ রহস্যের জটটি সাপ্তাহিক ২০০০-এর অনুসন্ধানে খুলে যায়। সামনে জাতীয় সংসদ নির্বাচন। চট্টগ্রাম বিএনপির `M। এমনিতেই নিত্যপ্রয়োজনীয় `‡e¨g‡j¨i চরম ঊর্ধ্বগতি, জোট সরকারের উন্নয়নে চট্টগ্রামের প্রতি বিমতাসুলভ আচরণ, জঙ্গি উৎপাত বৃদ্ধি, জামায়াত-বিএনপির মধ্যে বিরোধ ইত্যাদিতে পুরো চট্টগ্রামে জোটের অবস্থান নড়বড়ে করে তুলেছে। এর মধ্যে আলোচিত এ জামালউদ্দিন হত্যাকান্ডে বিএনপির দলীয় সাংসদ সরওয়ার নিজাম ও তার ভাই gwi“d নিজাম যদি অভিযুক্ত থেকেই যান তাহলে আগামী নির্বাচনে এটি `vi“Y নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। তাই বিএনপির হাইকমান্ড বুঝেশুনে ব্যর্থতার দায়ভার এড়ানোর জন্য এমপি নিজামদের বাঁচানোর চেষ্টা Pvjv‡”Q। এছাড়া আর তাদের কোনো উপায়ও নেই। এখন জনগণের প্রশ্ন, তাহলে কি একটি দলের অবস্থান অক্ষুণ্ন রাখতে দেশজুড়ে আলোচিত এ হত্যাকান্ডটি অচিরেই ধামাচাপা পড়ে যাবে? জামালউদ্দিনের অসহায় পরিবার কি সুষ্ঠু বিচার পাবে না? জামালউদ্দিনের বড় ছেলে সাপ্তাহিক ২০০০-কে জানিয়েছেন, কীভাবে সরওয়ার জামাল নিজাম ও gwi“d নিজামকে বাঁচানোর জন্য বিএনপির gš¿x, সাংসদরা তৎপরতা Pvjv‡”Qb...

***সাপ্তাহিক ২০০০ : আপনার পিতা জামালউদ্দিন হত্যাকান্ডের সঙ্গে এমপি সরওয়ার নিজাম ও তার ভাই gwi“d নিজাম জড়িত থাকার কথা আপনারা বারবারই বলে আসছেন। এটি কিসের ভিত্তিতে আপনারা বলছেন?***

**ফরমান রেজা লিটন :** এটি তো আর নতুন কথা নয়। আমি তো সব সময় ¯úó ভাষায় বলেছি আমার পিতা জামালউদ্দিন হত্যার gj নায়ক এমপি সরওয়ার নিজাম ও তার ভাই gwi“d নিজামের বিচার চাই, ফাঁসি চাই। এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে গ্রেপ্তারকৃত আসামি কালা মাহবুবের

**এমপি নিজাম ও gwi“d নিজাম ১ কোটি টাকার চুক্তিতে আমার বাবাকে হত্যা করিয়েছে। এটি তো আসামি কালা মাহবুবেরই কথা। র‍্যাব অফিসে তার দেওয়া স্বীকারোক্তি আমি টেপরেকর্ডারের মাধ্যমে ক্যাসেট করেছি। লোকমুখে শোনা একটি কথা নিয়ে তো আমি এভাবে প্রকাশ্যে বিচার ও ফাঁসির দাবি জানাতে পারি না**

স্বীকারোক্তি নিজ চোখে দেখে এবং নিজ কানে শোনার পরই তো আমার বাবার হত্যাকারী এমপি নিজাম ও gvi“d নিজামের বিচার এবং ফাঁসির দাবি জানালাম। আমরা এর Av‡M তো কোন সময় কারো নাম বলিনি। যারা ঘটনা ঘটিয়েছে তাদের স্বীকারোক্তিই তো এমপি নিজামরা জড়িত বলে প্রমাণ করে। আর আসামিরা তো এটা প্রকাশ্যে বলেছে। তাদের সাক্ষাৎকার দেশের সংবাদপত্রগুলো ও ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া চ্যানেল আই, এটিএন প্রচার করেছে।

সরওয়ার জামাল নিজাম এমপি

gvi“d নিজাম

***২০০০ : এমপি নিজামদের নাম কি আসামিরা আসলেই বলেছেন, নাকি এসব †jvKg‡L †kvনা কথা?***

**লিটন :** আসলেই বলেছেন মানে, আপনি এসব কি বলেন। শহীদ চেয়ারম্যান আমার সামনেই তো প্রকাশ্যে র‍্যাব অফিসে স্বীকার করলো। এমপি নিজাম ও gvi“d নিজাম ১ কোটি টাকার চুক্তিতে আমার বাবাকে হত্যা করিয়েছে। এটি তো আসামি কালা মাহবুবেরই কথা। র‍্যাব অফিসে তার দেওয়া স্বীকারোক্তি আমি টেপরেকর্ডারের মাধ্যমে ক্যাসেট করেছি। লোকমুখে শোনা একটি কথা নিয়ে তো আমি এভাবে প্রকাশ্যে বিচার ও ফাঁসির দাবি জানাতে পারি না। সে দিন র‍্যাব অফিসে র‍্যাব ৭-এর তৎকালীন পরিচালক লে. কর্নেল এমদাদ সাহেব ও স্বরাষ্ট্র cÖZgš¿x লুৎফুজ্জামান বাবরের সঙ্গে আমার কথা কাটাকাটি হয়েছে। তারা সরওয়ার নিজাম এমপির সংশ্লিষ্টতার বিষয়টি আড়াল রাখতে চেয়েছিলেন। তবে স্বরাষ্ট্র cÖZgš¿x লুৎফুজ্জামান বাবর সাহেব সেদিন gvi“d নিজাম জড়িত থাকার কথাটি আমার কাছে স্বীকার করেছেন। ঘটনাটি হলো এই- গ্রেপ্তারকৃত আসামি কালা মাহবুবকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য র‍্যাব-৭ অফিসে নিলে সেখানে যেতে আমাদেরও খবর দেওয়া হয়। র‍্যাব অফিসে আমি, আমার মা ও ছোট ভাই গেলাম। সেখানে উপস্থিত কালা মাহবুবকে বোঝালাম আমাদের আর কিছু দরকার নেই, তোমরা আমার বাবাকে জীবিত এনে দাও। আমরা সব কিছু ক্ষমা করে দেব। তখন সে সব ঘটনা খুলে বলল। বলতে বলতে এক পর্যায়ে সে এমপি নিজাম ও gvi“d নিজাম এ ঘটনায় জড়িত থাকার কথা জানালো। আমরা আশ্চর্য হয়ে গেলাম। কতটা নিষ্ঠুর হলে এমপি নিজামরা এ জঘন্য ঘটনা ঘটাতে পারে। তখন আমি সঙ্গে সঙ্গেই স্বরাষ্ট্র cÖZgš¿x লুৎফুজ্জামান বাবর সাহেবকে মোবাইলে কালা মাহবুবের স্বীকারোক্তিতে এমপি নিজাম ও gvi“d নিজামের নাম বেরিয়ে আসার কথাটি জানালাম। gš¿x মহোদয় আমাকে জবাবে বলেন, শহীদ চেয়ারম্যান তো এমপি নিজামের নাম বলেনি শুধু gvi“d নিজামের নাম বলেছে। আমি পুনরায় gš¿x মহোদয়কে বললাম, শহীদ চেয়ারম্যান এদের দু'জনের নামই বলেছে। gš¿x মহোদয় আমাকে আবার বললেন, শহীদ চেয়ারম্যান তার স্বীকারোক্তিতে AvLZvi“¾vgvb বাবুর নাম বলেছে এটা তুমি শোননি? আমি বললাম, না AvLZvi“¾vgvb বাবুর নাম তো সে বলেনি এবং আমি শুনিনি। পরে আবার gš¿x মহোদয় র‍্যাব ৭-এর তৎকালীন পরিচালক লে. কর্নেল এমদাদ সাহেবের সঙ্গে ফোনে কথা বলেন। ফোনে কথা বলার সময় gš¿xi কথার জবাবে এমদাদ সাহেবও এমপি নিজামের সংশ্লিষ্টার বিষয়টি এড়িয়ে যান। পরে আমি আবার র‍্যাব-৭ প্রধান এমদাদ সাহেবকে বললাম, আংকেল, শহীদ চেয়ারম্যান এমপি নিজামের নাম স্বীকার করলো আর আপনি স্বরাষ্ট্রgš¿xi কাছে বিষয়টি এড়িয়ে গেলেন এটি তো আমি বুঝলাম না। এমদাদ সাহেব আমাকে বললো, বাবা যা হবার হয়ে গেছে এসব বাদ দাও।

***২০০০ : এদিকে Z`šKvix কর্মকর্তা বিভিন্ন সময় বলছে এ হত্যাকান্ডের সঙ্গে এমপি নিজামের সংশ্লিষ্টতার সুনির্দিষ্ট কোনো এভিডেন্স নেই। কিন্তু বরাবরই আপনারা এমপি নিজামের নাম বলে আসছেন এবং এদের বিচার ও ফাঁসির দাবি Rvbv‡”Qb, বিষয়টি বুঝলাম না?***

**লিটন :** এসব কাহিনী তো আপনাকে আগেই বললাম। গ্রেপ্তারকৃত আসামি কালা মাহবুবের ¯^xq স্বীকারোক্তিটিই n‡”Q সব চেয়ে বড় এভিডেন্স। এ ছাড়াও আমার কাছে থাকা তার স্বীকারোক্তির রেকর্ডকৃত ক্যাসেট, দেশের সংবাদপত্র ও ইলেকট্রনিক্স মিডিয়াগুলোও Rjš— এভিডেন্স হিসেবে কাজ করবে। এসব এভিডেন্সের ভিত্তিতেই তো আমরা তাদের বিচার ও ফাঁসির দাবি জানিয়ে আসছি।

***২০০০ : কিন্তু কী কারণে এমপি নিজামরা আপনার বাবাকে হত্যা করতে পারে বলে মনে করেন?***

**লিটন :** আমার জানামতে এমপি নিজামদের সঙ্গে আব্বার কোনো ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব ছিল না। আর আমার বাবা সে টাইপের লোকও নন। তবে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ছিল। আমার আব্বা ছিলেন চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা বিএনপির সহসভাপতি ও বিএনপির একজন ত্যাগী নেতা। রাজনীতির জন্য তিনি টাকা-পয়সা ও m¤ú` অকাতরে বিলিয়ে দিয়েছেন। তিনি অনেক ত্যাগ ও পরিশ্রমের বিনিময়ে আওয়ামী লীগের ঘাঁটি হিসেবে খ্যাত আনোয়ারা উপজেলায় বিএনপির রাজনীতিকে একটি শক্ত অবস্থানে দাঁড় করিয়েছিলেন। আজকে এমপি সরওয়ার নিজাম যে বার বার জিতে আসছে সেটি আমার আব্বার কর্মকান্ডেরই ফসল। কিন্তু এমপি নিজামরা ফল ভোগ করছে। আমার আব্বা বিগত জাতীয় সংসদ নির্বাচনগুলোতে দলীয় মনোনয়ন চেয়েছিলেন। এমনকি আমার আব্বাকে একবার নমিনেশন বোর্ডে chš— যেতে দেয়নি। এমপি নিজামের লোকজন বেঁধে রেখেছিল। কারণ এমপি নিজামরা ভালো করেই জানেন যে, আমার আব্বা নমিনেশন পেলে তাদের নেতাগিরি শেষ হয়ে যাবে। এ নমিনেশন চাওয়াটাই আব্বার জন্য কাল হয়ে দাঁড়াল। এমপি নিজামরা পথের কাঁটা সাফ করতে আমার বাবাকে হত্যা করিয়েছে।

***২০০০ : কিন্তু এমপি নিজামদের অভিযোগ এদের রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীর বিশেষ ইন্ধনেই আপনারা এদের নাম বলে আসছেন, আসলে কি তাই?***

**লিটন :** আমি তো ভাই আগেই বলেছি এ হত্যাকান্ডে জড়িত সন্দেহে গ্রেপ্তারকৃত আসামিদের ¯^xq স্বীকারোক্তিতে এদের নাম বেরিয়ে এসেছে। সুতরাং কারো ইন্ধনের তো প্রশ্নই আসে না। আর এমপি নিজামরা কারো ইন্ধন-ফিন্ধনের কথা বলে এ জঘন্যতম হত্যাকান্ড থেকে পার পেতে Pv‡”Q। আমি ¯^xq ভাষায় তাদের জানাতে চাই, আমার রক্তের শেষ বিন্দু থাকতে আমার বাবার হত্যাকারী এমপি নিজামদের ক্ষমা করবো না।

***২০০০ : আপনার বাবা জামালউদ্দিন চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা বিএনপির সহসভাপতি ছিলেন। অথচ এই বিএনপি সরকারের আমলেই তাকে অপহরণের পর হত্যা করা হলো। আরও এ হত্যাকান্ডের সঙ্গে অভিযুক্ত হলেন বিএনপির দলীয় সাংসদ সরওয়ার নিজাম। কিন্তু দীর্ঘ আড়াই বছরেও এ ঘটনার সুষ্ঠু Z`š— বা বিচার হলো না । এটি বিএনপির ব্যর্থতা নয় কি?***

**লিটন :** অবশ্যই বিএনপির ব্যর্থতা। আমার আব্বা বিএনপির জন্য অনেক কিছু

করেছেন যার সাক্ষী আনোয়ারাবাসী। আব্বা রাজনীতিতে সব বিলিয়ে দিয়েছেন তাই আজ আমাদের এ অবস্থা। রাজনীতি করার উপহারস্বরূপ দীর্ঘ আড়াই বছর পর বাবার কঙ্কাল উপহার পেলাম। আমার আব্বা বিএনপি করতেন। বিএনপি সরকার এখন ক্ষমতায়। এ সরকারের আমলেই আমার আব্বাকে অপহরণের পর পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হলো। আর এ হত্যাকান্ডে অভিযুক্ত হলেন আমার এলাকারই বিএনপির দলীয় সাংসদ সরওয়ার নিজাম। কিন্তু আমরা বিচার cw"Q না। দীর্ঘ আড়াই বছর পরও বিএনপি সরকার আমার বাবাকে জীবিত উদ্ধার করতে পারল না। তাও এতদিন পর উপহার পেলাম কঙ্কাল। লোকে আমাদের জিজ্ঞেস করলে আমরা কোনো জবাব দিতে পারি না। কী বলব ভাই, আমরা তো কিছুই পেতাম না। দেশের সংবাদপত্র ও ইলেকট্রনিক্স মিডিয়গুলো আমাদের সঙ্গে ছিল এবং স্ট্রংলি fwgKv নিয়েছিল বলেই দীর্ঘ আড়াই বছর পর হলেও AšZ কঙ্কাল পেয়েছি। এ জন্য আমি সাংবাদিক ভাইদের AvšwiK ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

***২০০০ : গত ১০ মার্চ আপনার বাবার কঙ্কালের প্রথম জানাজা হলো লালদীঘিতে। জানাজার আগে আপনি লিখিত বক্তব্যের মাধ্যমে পুনরায় প্রকাশ্যে এমপি নিজামদের বিচার ও ফাঁসির দাবিও জানালেন। কিন্তু একটি মহল এর প্রতিবাদ করল। এরা কারা? একটি জানাজায় তারা এমনটি আচরণ করল কেন?***

**লিটন :** হ্যাঁ, গত ১০ মার্চ লালদীঘিতে জানাজার আগে আমার বাবার কঙ্কাল সাক্ষী রেখে বাবার একজন যোগ্য mšÍb হিসেবে শেষবারের মতো জনসম্মুখে আমার পিতার হত্যাকারী এমপি নিজামদের বিচারের দাবি জানিয়েছি। আমার বাবাকে এরা নির্মমভাবে হত্যা করল কিন্তু আমি কি এ হত্যাকারীদের বিচার চাইতে পারব না? পিতা হত্যার বিচার চাওয়া কি অপরাধ হয়ে গেল? যদি হত্যাকারীদের বিচারই চাইতে না পারি, তাহলে তো আমরা আর কোন দেশে বাস করছি! আর যারাই বা এর প্রতিবাদ করল তারা কারা এটা দেশবাসীর কাছে পরিষ্কার। এরা এমপি নিজামদেরই লোক। আমার বক্তব্য তাদের সহ্য হয়নি। তাই বলে কি তারা জানাজায় হৈচৈ করবে? এরা এত সাহস পেল কোত্থেকে?

***২০০০ : আপনি বললেন শহীদ চেয়ারম্যান স্বীকারোক্তিতে ¯úó এমপি নিজামদের নাম বলেছে। এর ভিত্তিতে আপনারা এদের ফাঁসির দাবি জানিয়ে আসছেন। কিন্তু তার পরও প্রশাসন এদের wei"‡× কোনো ব্যবস্থা নিল না। প্রশাসনের এ fwgKv‡K আপনি কীভাবে দেখছেন?***

## আজকে এমপি সরওয়ার নিজাম যে বার বার জিতে আসছে সেটি আমার আব্বার কর্মকান্ডেরই ফসল। কিন্তু এমপি নিজামরা ফল ভোগ করছে। আমার আব্বা বিগত জাতীয় সংসদ নির্বাচনগুলোতে দলীয় মনোনয়ন চেয়েছিলেন। এমনকি আমার আব্বাকে একবার নমিনেশন বোর্ডে chš যেতে দেয়নি

**লিটন :** আমরা প্রশাসনকে বারবার বলেছি আমার বাবা হত্যাকান্ডে জড়িত এমপি নিজামদের গ্রেপ্তার Ki"b এবং আরও যারা জড়িত রয়েছে সে যেই হোক তাদেরও গ্রেপ্তার Ki"b। কিন্তু এত বলার পরও কেনই বা তাদের গ্রেপ্তার করছে না, প্রশাসনই কি বা করতে P‡"Q আমরা ঠিক বুঝতে পারছি না। এমপি নিজামদের সঙ্গে প্রশাসনের কী বোঝাপড়া আমি তা বুঝতে পারছি না।

***২০০০ : অপহরণের পর থেকে এ chš বিএনপি নেতৃবৃন্দ বা বিএনপি সরকারের পক্ষ থেকে কোনো সাহায্য বা সহযোগিতা পেয়েছেন কি?***

**লিটন :** আমরা কারো কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য চাইনি। কিন্তু অন্য কোনো সহযোগিতাও বিএনপির নেতৃবৃন্দ এবং বিএনপি সরকারের কাছ থেকে পাইনি। এ chš শুধু আশ্বাসই পেয়ে আসছি।

***২০০০ : আপনার বাবার জানাজায় দেওয়া আপনার বক্তব্যের বিরোধিতা করে চট্টগ্রামের বিএনপির তিন সাংসদ পত্রিকায় বিবৃতি দিয়েছেন। এ বিবৃতিতে একটি বিশেষ মহলের প্ররোচনায় আপনি এ লিখিত বক্তব্য রেখেছেন বলেও দাবি করছেন উক্ত সাংসদ। এ ব্যাপারে আপনার বক্তব্য কী?***

**লিটন :** কারো প্ররোচনার তো প্রশ্নই আসে না। আমি আমার পিতার হত্যাকারী এমপি নিজামদের বিচার চেয়েছি মাত্র। ছেলে হিসেবে পিতার বিচার চাওয়ার অধিকার কি আমি রাখি না? আমার বাবাকে এভাবে নির্মমভাবে হত্যা করল আর আমি বিচার চাইতে পারব না এটা কোন ধরনের কথা! আমি উক্ত সাংসদের উদ্দেশে বলেছি, আমার স্থানে আপনারা এসে বুঝুন, নির্মমভাবে পিতা হত্যার hšÍv কতটুকু। আমার আব্বা রাজনীতি করেছেন ঠিক আছে। কিন্তু এভাবে খুন হতে হবে এবং দীর্ঘ আড়াই বছর পর কঙ্কাল উপহার পাব– এমনটি তো কোনো দিন ভাবিনি। আর যারাই বিবৃতি দিয়েছেন তারা আমার বাবার হত্যাকারী এমপি নিজামদের বাঁচানোর চেষ্টার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে। আমি কিন্তু এমনটি আশা করিনি। যে যাই বলুক, আমি পিতা হত্যাকারীর বিচার চাইব। আর তা না হলে আমার mšÍb n‡q বেঁচে থেকে কোনো লাভ নেই।

***২০০০ : আগামীতে রাজনীতি বা নির্বাচন করার কোনো B"Qv আছে কি?***

**লিটন :** কী রাজনীতি করব ভাই। রাজনীতির জন্যই তো আমার পিতার আজ এ অবস্থা। এ রাজনীতির জন্যই তো আমরা বাবা হারালাম। আমার মা স্বামী হারাল। আমার দাদী ছেলে হারাল। রাজনীতি না করলে তো আর এসব হতো না। নির্মমভাবে হত্যার শিকার হতো না। রাজনীতি করার উপহারস্বরূপ দীর্ঘ আড়াই বছর পর বাবার কঙ্কাল উপহার পেলাম। আব্বা ছাড়াও বিএনপির রাজনীতির জন্য আমি অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছি।

২০০১ সালের ১ এপ্রিল বিএনপি বিরোধী দলে থাকাবস্থায় আওয়ামী লীগ সরকারবিরোধী আন্দোলনের অংশ হিসেবে খালেদা জিয়া ঘোষিত ৪ দিনের হরতাল Kgm¨P পালন করতে গিয়ে কালুরঘাটে সিএন্ডবির iv¯—vi মাথা থেকে আমার নেতা আহমদ খলিল খান ও বর্তমান হুইপ ওয়াহিদুল আলমের উপস্থিতিতে পুলিশ আমাকে গ্রেপ্তার করল। আমার নেতারা প্রায় চার ঘন্টা থানায় ছিলেন। সে দিনই ওসি সাহেব আমাকে বললেন, তুমি জীবনেও বিএনপির রাজনীতি করবে না বলে মুচলেকা দাও, আমি তোমাকে ছেড়ে w`w"Q। কিন্তু আমি তাকে বললাম, এটি সম্ভব নয়। প্রয়োজনে আমার নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া যতদিন chš প্রধানgš¿i চেয়ারে বসতে পারেন নি ততদিন chš আমি জেলে থাকব। আমার এ ঘোষণার পর ওসি সাহেব আমাকে জননিরাপত্তা আইনে মামলা দিয়ে চালান দেয়। দীর্ঘ ১ মাস ১৭ দিন জেল খাটার পর প্রায় ৫ লাখ টাকা খরচ করে আব্বা আমাকে জেল থেকে বের করেছিলেন। তাহলে আপনি বোঝেন রাজনীতিতে আমার কী ত্যাগ ছিল। আর এ রাজনীতির সম্মানস্বরূপ পেলাম বাবার কঙ্কাল। এখানে কী রাজনীতি করব এবং কী নির্বাচন করব। শুধু মনোনয়ন চাওয়াটাই আব্বার জন্য কাল হয়ে দাঁড়াল। রাজনীতি বা নির্বাচন করার wPšÍv ভাবনা আমার নেই। তবে আমার বাবা হত্যাকারীদের বিচার চাই।

*প্রচ্ছদে ভুলবশত শহীদ চেয়ারম্যানের স্থলে কালা মাহবুবের নাম ছাপা হয়েছে। এজন্য আমরা দুঃখিত।*